মুরাদনগরে নারীকে ধর্ষণ ও ভিডিও ভাইরালের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

সংগৃহীত ছবি

কুমিল্লার মুরাদনগরে একটি ভয়াবহ ঘটনার পর পুলিশ ফজর আলীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার শিকার ওই নারীকে ঘরের দরজা ভেঙে ধর্ষণের পাশাপাশি মারধর করে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ায় দেশজুড়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়।

ঘটনাটি ঘটে গত ২৬ জুন রাত ১০টার দিকে বাহেরচর পাঁচকিত্তা গ্রামে। প্রবাসীর স্ত্রী ওই নারী বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। অভিযোগে জানা যায়, স্থানীয় একাধিক মামলার পলাতক আসামি ফজর আলী (৩৮) জোরপূর্বক ওই নারীর ঘরে প্রবেশ করে তাকে ধর্ষণ করে। এরপর স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাকে গৃহবন্দী অবস্থায় শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং সেই দৃশ্য ভিডিও করে ছড়িয়ে দেয়।

পরে ২৮ জুন মুরাদনগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী। বিষয়টি সামাজিকভাবে আলোচিত হলে কুমিল্লা জেলা পুলিশ অভিযান চালায়। অবশেষে ২৯ জুন ভোর ৫টার দিকে ঢাকার সায়েদাবাদ এলাকা থেকে ধর্ষণ মামলার মূল আসামি ফজর আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাশাপাশি ভিডিও ধারণ ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—সুমন, রমজান, আরিফ ও অনিক। তারা সবাই স্থানীয় যুবক এবং ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে নিশ্চিত করেছেন তদন্ত কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে কুমিল্লার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাজির আহমেদ খান জানান, “এই জঘন্য ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"

পুলিশ আরও জানায়, অভিযুক্তদের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে এবং ঘটনার পেছনের অন্য দোষীদের শনাক্ত করে ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।